WEST BENGAL

News

BENGALI

INDIA TODAY

JULY 2018

INDIA TODAY

ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ডস 2018 এর বিজয়ীদের মধ্যে ভারতের সোনম ওয়াংচুক, ভারত ভাতওয়ানি

র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারকে নোবেল পুরস্কারের এশিয়ান সংস্করণ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়

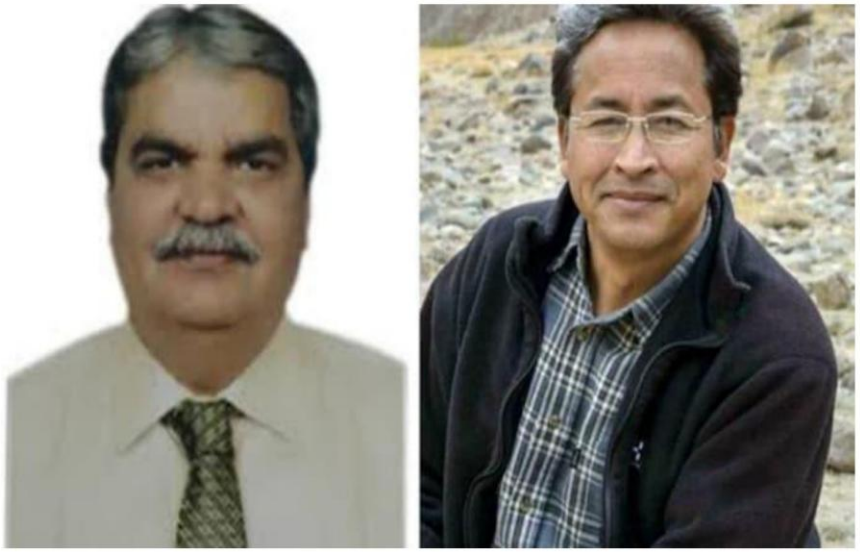

ভারত ভাতওয়ানি (বামে), সোনম ওয়াংচুক (ডানে) (ছবির ক্রেডিট: webzol.com, rolexawards.com)

হালনাগাদ: জুলাই 26, 2018 17:30 IST

ভারতের সোনম ওয়াংচুক এবং ভারত ভাতওয়ানি এই বছরের র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারের ছয় বিজয়ীর মধ্যে রয়েছেন, নোবেল পুরস্কারের একটি এশিয়ান সংস্করণ।।

সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ওয়াংচুককে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং হাজার হাজার মানসিকভাবে অসুস্থ রাস্তার দরিদ্রদের উদ্ধারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং তাদের পরিবারের সাথে তাদের পুনর্মিলনের জন্য ভাতওয়ানিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

একজন কম্বোডিয়ান গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি যিনি খেমার রুজ নৃশংসতার নথিভুক্ত করতে সাহায্য করেছিলেন তিনিও এই বছরের র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারের ছয় বিজয়ীর মধ্যে রয়েছেন।

অন্যান্য প্রাপকরা হলেন একজন ফিলিপিনো যিনি কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের সাথে শান্তি আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, একজন পোলিও আক্রান্ত ভিয়েতনামী যিনি প্রতিবন্ধীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, একজন পূর্ব তিমোরিজ যিনি গৃহযুদ্ধের মধ্যে দরিদ্রদের জন্য যত্ন কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন এবং একজন ভারতীয় যিনি গ্রামের ছাত্রদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন।।

র্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশনের সভাপতি কারমেনসিটা অ্যাবেলা এই বছরের র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্তদের ছবি নিয়ে পোজ দিয়েছেন। (ছবি: এপি)

ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ডের নামকরণ করা হয়েছে ফিলিপাইনের একজন রাষ্ট্রপতির নামে, যিনি 1957 সালে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। ফিলিপাইনের ম্যানিলায় ৩১ আগস্ট পুরস্কার প্রদান করা হবে।

WEST BENGAL
News

BENGALI

NDTV

SEPTEMBER 2018

NDTV

দুই ভারতীয়, ভারত ভাতওয়ানি এবং সোনম ওয়াংচুক, ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন

বিজয়ীরা প্রত্যেকে একটি শংসাপত্র, প্রয়াত রাষ্ট্রপতির অনুরূপ একটি পদক এবং একটি নগদ পুরস্কার পেয়েছেন।

- প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া
- সর্বভারতীয়
- সেপ্টেম্বর 01, 2018 06:14 am IST

ভারত ভাতওয়ানি এবং সোনম ওয়াংচুক (বাম থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়) এই পুরস্কার প্রাপ্ত ছয়জনের মধ্যে রয়েছেন।

ম্যানিলা:

দুই ভারতীয় - একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ যিনি মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের জন্য কাজ করেন এবং অন্যজন যার অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ লাদাখি যুবকদের জীবনকে উন্নত করেছে - শুক্রবার এই বছরের র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন।

নোবেল পুরস্কারের এশিয়ান সংস্করণ হিসেবে বিবেচিত এই পুরস্কার প্রাপ্ত ছয় ব্যক্তির মধ্যে ভারত ভাতওয়ানি এবং সোনম ওয়াংচুক রয়েছেন।

র্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশন বলেছে, মিঃ ভাতওয়ানি "ভারতের মানসিকভাবে পীড়িত নিঃস্বদের আলিঙ্গন করার জন্য তাঁর অসাধারণ সাহস এবং নিরাময় সমবেদনা এবং এমনকি সবচেয়ে বঞ্চিতদের মানবিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও নিশ্চিত করার কাজে তাঁর অবিচল ও উদার উত্সর্গের জন্য স্বীকৃত হয়েছেন।" বিজয়ীর জন্য তার উদ্ধৃতি।

মিঃ ভাতওয়ানি, যিনি মুম্বাইতে অবস্থিত, এবং তার স্ত্রী রাস্তায় বসবাসকারী মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য তাদের ব্যক্তিগত ক্লিনিকে নিয়ে আসার একটি অনানুষ্ঠানিক অপারেশন শুরু করেছিলেন, যার ফলে তারা 1988 সালে শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের উদ্ধার করা। রাস্তায়; বিনামূল্যে আশ্রয়, খাদ্য, এবং মানসিক চিকিৎসা প্রদান; এবং তাদের পরিবারের সাথে তাদের পুনর্মিলন।

মিঃ ওয়াংচুক, 51, "প্রত্যন্ত উত্তর ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার তার অনন্যভাবে পদ্ধতিগত, সহযোগিতামূলক এবং সম্প্রদায়-চালিত সংস্কারের জন্য স্বীকৃত, এইভাবে লাদাখি যুবকদের জীবনের সুযোগগুলিকে উন্নত করা এবং বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য স্থানীয় সমাজের সকল ক্ষেত্রে তার গঠনমূলক সম্পৃক্ততার জন্য এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সৃজনশীলভাবে সংস্কৃতি, এইভাবে বিশ্বের সংখ্যালঘু জনগণের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করে", উদ্ধৃতিটিতে বলা হয়েছে।

মিঃ ওয়াংচুক শ্রীনগরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির একজন 19 বছর বয়সী ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র ছিলেন যখন তিনি তার স্কুলে অর্থায়নের জন্য টিউটরিংয়ে গিয়েছিলেন এবং জাতীয় কলেজের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অপ্রস্তুত ছাত্রদের সাহায্য করেছিলেন।

1988 সালে, তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জনের পর, মিঃ ওয়াংচুক স্টুডেন্টস এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ (SECMOL) প্রতিষ্ঠা করেন এবং লাদাখি শিক্ষার্থীদের কোচিং করা শুরু করেন, যাদের মধ্যে 95 শতাংশ সরকারী পরীক্ষায় ফেল করত।

1994 সালে, মিঃ ওয়াংচুকের নেতৃত্বে, অংশীদারিত্ব-চালিত শিক্ষাগত সংস্কার কর্মসূচিকে প্রসারিত ও একীভূত করার জন্য 'অপারেশন নিউ হোপ' (ONH) চালু করা হয়েছিল।

কম্বোডিয়ার ইউক ছাং, পূর্ব তিমুরের মারিয়া ডি লর্ডেস মার্টিন্স ক্রুজ, ফিলিপাইনের হাওয়ার্ড ডি এবং ভিয়েতনামের ভো থি হোয়াং ইয়েন পুরস্কারের অন্যান্য বিজয়ী।

1957 সালে প্রতিষ্ঠিত, র্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার এশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান। এটি তৃতীয় ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতির স্মৃতি এবং নেতৃত্বের উদাহরণ উদযাপন করে যার নামানুসারে এই পুরস্কারের নামকরণ করা হয় এবং প্রতি বছর এশিয়ার এমন ব্যক্তি বা সংস্থাকে দেওয়া হয় যারা প্রয়াত এবং প্রিয় ফিলিপিনো নেতার জীবনকে শাসনকারী একই নিঃস্বার্থ সেবা এবং রূপান্তরমূলক প্রভাব প্রকাশ করে।।

বিজয়ীরা প্রত্যেকে একটি শংসাপত্র, প্রয়াত রাষ্ট্রপতির অনুরূপ একটি পদক এবং একটি নগদ পুরস্কার পেয়েছেন।

WEST BENGAL

News

BENGALI

ANANDABAZAR PATRIKA

North 24 Parganas

FEBRUARY 2020

WEST BENGAL
News

BENGALI

SUKHABAR
Kolkata

FEBRUARY 2021

সুখবর

3 FEBRUARY 2021 ● Wednesday ● কলকাতা ● ২০ মাঘ ১৪২৭ ● বুধবার ● ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ●

নিখোঁজ যুবক উদ্ধার

সুভাষচন্দ্র দাশ, ক্যানিং : অন্য রাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুমকি পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা রামকৃষ্ণ প্রামাণিক (২০)। প্রায় ১৫ বছর পর তাঁকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিলেন মুম্বাইয়ের শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশন নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। জেলার আরো ২ নিখোঁজকে তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক প্রায় ১৫ বছর আগে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মাথায় মারাত্মক চোট পান। পরে মানসিক ভারসাম্য হারায়। ফুটপাথে থাকত।পরিবারের লোকেরা কর্ণাটকে গিয়ে কোনো হদিশ না পেয়ে ফিরে আসেন। ছেলের কথা ভেবে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন মা অনিমা প্রামাণিক। 'শ্রদ্ধা পুনর্বাসন ফাউন্ডেশন' নামে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শুরু হয় চিকিৎসা। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে নিজের নাম ঠিকানা বলে সে। রবিবার রামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে ক্যানিংয়ের দুমকি গ্রামে আসেন সংস্থার সদস্যরা। তাঁরা পরিবারের লোকদের হাতে রামকৃষ্ণকে তুলে দেন।

WEST BENGAL

News

BENGALI

ANANDABAZAR PATRIKA

Purba Medinipur

FEBRUARY 2021

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

২২ মাঘ ১৪২৭ শুক্রবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ • ৫ টাকা ১৮ পাতা হাওড়া ও হুগ

মুম্বই থেকে ফিরলেন মহিলা

খেজুরি: বছর ছয়েকের প্রতিবন্ধী মেয়েকে নিয়ে মুম্বই চলে গিয়েছিলেন খেজুরি ২ ব্লকের জনকা গ্রামের সাগরি পাত্র। সেখানে পরিচয় বলতে না পারায় তাঁর মেয়ের ঠাঁই হয়েছিল এক হোমে। সাগরি আশ্রয় পান 'শ্রদ্ধা' নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায়। মাসছয়েক পরে ওই সংস্থার কর্মী তাঁকে বৃহস্পতিবার খেজুরি পৌঁছে দিয়ে যায়। খেজুরি থানায় সাগরির স্বামী বিশ্বজিৎ, মা গৌরী কামিলার হাতে তুলে দেওয়া হয় সাগরি ও তাঁর মেয়েকে। খেজুরি ২ ব্লকের বিডিও রমল সিংহ বিরধি বলেন, "মুম্বইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং খেজুরি থানার পুলিশের সহযোগিতায় ওই মহিলা এবং তাঁর মেয়ে বাড়ি ফিরেছে। আগামী দিনে তাঁদের প্রশাসনিক ভাবে সবরকমের সহযোগিতা করা হবে।"

নিজস্ব সংবাদদাতা

WEST BENGAL

News

BENGALI

ANANDABAZAR PATRIKA

South 24 Parganas

FEBRUARY 2021

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

২২ মাঘ ১৪২৭ শুক্রবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ • ৫ টাকা ১৮ পাতা

২৪ পরগনা

ঘরের ছেলের বাড়ি ফেরা

সামসুল হুদা

ভাঙড়

প্রায় পনেরো বছর আগে ভিন্ রাজ্যে কাজে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন এক যুবক। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে ছেলের সন্ধান না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। রবিবার সকালে সেই ছেলে হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে পুরো পরিবার। ক্যানিংয়ের নিকারিঘাটা পঞ্চায়েতের দুমকি পূর্বপাড়ার বাসিন্দা অনিমা প্রামাণিক স্বামী মারা যাওয়ার পরে দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটাতেন। সংসারে হাল ধরতে প্রায় কর্ণাটকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন বছর কুড়ির ছেলে রামকৃষ্ণ। পথ দুর্ঘটনায় জখম হন। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাত ধরে রামকৃষ্ণ পৌঁছে যান মুম্বই। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকেন যুবক। এক সময়ে স্মৃতিশক্তিও ফেরে। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের নাম, ঠিকানা বলতে পারেন রামকৃষ্ণ। সেইমতো সংস্থার কর্মীরা কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর ঠিকানা খোঁজা শুরু করেন। অবশেষে বাড়ির খোঁজ মেলে। সংস্থার সদস্য নীতীশ শর্মা, লক্ষ্মীপ্রিয়া বিসওয়াল-সহ কয়েকজন গত রবিবার রামকৃষ্ণকে নিয়ে ক্যানিংয়ের বাড়িতে হাজির হন। তাঁর কাকা শ্যামল প্রামাণিক, খুড়তুতো ভাই তপন প্রামাণিক বলেন, ‘‘আমরা ভেবেছিলাম, ও আর বেঁচেই নেই। বহু খোঁজাখুঁজি করেছি। এ ভাবে ফিরে পাব, স্বপ্নেও ভাবেনি।’’ মুম্বইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা ভরত ভাটোয়ানি বলেন, ‘‘রামকৃষ্ণকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুবই ভাল লাগছে।’’

WEST BENGAL
News

BENGALI

PUBER KALOM
Murshidabad

MARCH 2021

পুবের কলম
১০ মার্চ, ২০২১ | বুধবার | ২৫ ফাল্গুন, ১৪২৭ | ২৫ রজব, ১৪৪২ হিজরি

গোয়ার সাইমনকে ঘরে ফেরাল সংস্থা

পুবের কলম প্রতিবেদক: ভবঘুরে, পাগল, আশ্রয়হীন মানুষদের নতুন আশ্রয় দিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে নিজ ঠিকানায় পাঠানোর কাজ দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে লালগোলা থানার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নব আশ্রয়। এই প্রতিষ্ঠানটি এবার গোয়ার সাইমনকে নিজ বাড়িতে পাঠাতে সক্ষম হল। বেশ কিছুদিন আগে পুরাতন গোয়ার সাইমন উইলিয়াম ক্ষুধার্ত ও নিরাশ্রয়ভাবে লালগোলার রেল স্টেশন চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সিরাজ নামে অতিউৎসাহী এক ব্যক্তি ইংরেজিতে কথা বলতে দেখে সাইমনের দিকে এগিয়ে এসে নাম পরিচয় জানার পর নব আশ্রয় এ নিয়ে আসেন।

জানা যায় যে, গোয়ায় সাইমন জলজাহাজে ফিটার মেকানিকের কাজ করত। সেখানে তাঁর অধীনে কাজ করা আটজন শ্রমিকের মধ্যে লালগোলার দুইজন ছিল। এই দুইজন শ্রমিক সাইমনকে নানান প্রলোভন দিয়ে লালগোলায় নিয়ে এসে তার কাছে থাকা কুড়ি হাজার টাকা ও অত্যাধুনিক বহুমূল্য বিদেশি যন্ত্রপাতি হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। এমতাবস্থায় ভিন্নভাষী সাইমন লালগোলার রাস্তায় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

নব আশ্রয় তাকে সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ সবল করে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথমদিকে গোয়া পুলিশের তেমন সাড়া না পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত খ বর নিয়ে জানা যায় পুরাতন গোয়ার স্তেলা হাউস ইলিয়ামের বাড়ি। নব আশ্রয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করে মুম্বইয়ের সংস্থা শ্রদ্ধা। তারা হাওড়া স্টেশন থেকে সাইমনকে নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে কয়েকদিন কাছে রেখে দেখভাল করে ভবঘুরে সাইয়মনকে নিজের গন্তব্যে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। অত্যন্ত বিনয়ী সাইমন এ ক'দিনেই যেন জনি, হাসান, শাহীদ, সালাউদ্দীনদের মতো নব আশ্রয়-এর সদস্য হয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় বছর ষাটোত্তীর্ণ সাইমন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয় ছলছল চোখে যখন বলে, গড ব্লেস ইউ, আই উইল কাম এগেইন।

WEST BENGAL

News

BENGALI

ANANDABAZAR PATRIKA
Kolkata

MARCH 2021

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

আড়াল থাক দাম্পত্য জীবনে
আনন্দ প্লাস

বয়স্কদের জন্য বাড়তি কী কী
বিষয় আশয়

সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ রাষ্ট্রদ্রোহ নয়
ফারুক-মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ৮

পিচ-বিতর্ক চান না বিরাট
আজ শেষ টেস্ট খেলা

epaper.anandabazar.com কলকাতা ২০ ফাল্গুন ১৪২৭ বৃহস্পতিবার ৪ মার্চ ২০২১ শহর সংস্করণ ৫ টাকা ২০ পাতা XXCL

হারানো মায়ের খোঁজ এক যুগ পরে

আর্যভট্ট খান
শিবাজী দে সরকার

■ **প্রশান্তি:** মাকে ফিরে পেয়ে খুশি ছেলে। বুধবার, গার্ডেনরিচ থানার সামনে। ছবি: স্বাতী চক্রবর্তী

"মেরা বেটা আয়া হ্যায়।" গার্ডেনরিচ থানায় ছেলেকে এক ঝলক দেখেই মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল বছর ষাটেকের আকবরি খাতুনের। আর এক যুগ পরে মাকে ফিরে পেয়ে ছেলে মহম্মদ কালাম ওরফে রাজু তখন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। বারো বছর পরে মা-ছেলের সেই সাক্ষাৎ চাক্ষুষ করতে গার্ডেনরিচ থানায় তখন অফিসারেরাও জড়ো হয়েছেন। ঠিক যেন সিনেমার গল্প।

সেই এক যুগ আগে মা ঘর থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজি করার পরে সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন রাজু। মায়ের স্মৃতিই তখন একমাত্র সম্বল তাঁর। সেই মা ফিরে এসেছেন বারো বছর পরে।

গার্ডেনরিচের মাছিসকল এলাকার বাসিন্দা রাজু বললেন, "বুধবার দুপুরে গার্ডেনরিচ থানার এক অফিসার ফোন করে আমাকে বলেন, এক মহিলা এসেছেন থানায়। তিনি বোধহয় আপনার মা। থানায় এসে ওঁকে নিয়ে যান। কথাটা তখন আমার বিশ্বাস হয়নি। থানায় ছুটে গিয়ে দেখি, সত্যিই আমার মা!"

রাজু জানান, বারো বছর আগে এক বকরি ইদের দিন তাঁর মা নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তিনি বলেন, "২০০৮ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই মা মানসিক ভারসাম্য খানিকটা হারিয়ে ফেলেন। বাড়ি থেকে যখন তখন বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু আবার ফিরেও আসতেন। বকরি ইদের দিন মাকে যখন খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তখন ভাবলাম, কাছাকাছি কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছেন। ফিরে আসবেন। কিন্তু সাত দিন পেরিয়ে গেলেও মা বাড়ি ফিরলেন না।"

রাজু জানান, এর পরে অনেক খুঁজেও সন্ধান পাননি মায়ের। শেষে হতোদ্যম হয়ে খোঁজখবর করাও আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেন। গার্ডেনরিচ এলাকায় একটি কাপড়ের কারখানায় মজুরের কাজ করেন রাজু। জীবন সংগ্রামের প্রবল চাপে মায়ের স্মৃতিও ফিকে হয়ে এসেছিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন আকবরি? মানসিক ভারসাম্য হারানো প্রৌঢ়া সে ভাবে কোনও কথাই মনে করতে পারেন না। শুধু বললেন, "কলকাতা থেকে বর্ধমানে গিয়ে ট্রেনে চেপে কোথায় যেন চলে গেলাম।"

গত বারো বছর ধরে আকবরি কোথায় কাটিয়েছেন, তার উত্তর ছিল গার্ডেনরিচ থানায় তাঁর পাশে দাঁড়ানো সমাজকর্মী লক্ষ্মীপ্রিয়া বিষয়ীর কাছে। লক্ষ্মীপ্রিয়া জানান, তাঁদের সংস্থা রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষদের নিয়েই কাজ করে। আকবরিকে তাঁর ছেলের কাছে ফিরিয়ে দিতে মুম্বই থেকে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও তাঁর সঙ্গী স্মিতা এসেছেন কলকাতায়। লক্ষ্মীপ্রিয়া বললেন, "আমদাবাদে মানসিক ভারসাম্যহীনদের একটি হোম থেকে উদ্ধার করে ওঁকে বছর দেড়েক আগে মুম্বই নিয়ে যাই। উনি শুধু বলতে পেরেছিলেন, ওঁর বাড়ি কলকাতার মেটিয়াবুরুজের কামাল টকিজ়ে। ছেলের নাম রাজু।" লক্ষ্মীপ্রিয়া জানান, লকডাউনের জন্য গত বছর আকবরিকে নিয়ে কলকাতায় আসতে পারেননি। মুম্বই থেকে এ দিন কলকাতায় এসেই মেটিয়াবুরুজ থানায় আকবরিকে নিয়ে যান তাঁরা। থানা জানায়, কামাল টকিজ় এলাকা গার্ডেনরিচে। এর পরে গার্ডেনরিচ থানায় এসে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আকবরিকে কামাল টকিজ় এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ওই এলাকায় আর থাকেন না রাজু। শেষ পর্যন্ত পুলিশই স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজুকে ফোন করে থানায় ডেকে নেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া বলেন, "পুলিশের সাহায্য ছাড়া আকবরিকে তাঁর ছেলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।"

দেড় বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন আকবরিকে ওষুধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে সব ধরনের পরিচর্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াই করেছেন। একটা আত্মীয়তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাঁদের। লক্ষ্মীপ্রিয়া বললেন, "কত ভারসাম্যহীন মানুষকেই তো বাড়ি ফিরিয়ে দিই আমরা। কিন্তু কিছু মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।" থানা থেকে বেরোনোর সময়ে আকবরির ওষুধ বুঝিয়ে দিয়ে রাজুকে লক্ষ্মীপ্রিয়া বললেন, "মাকে নিয়মিত ডাক্তার দেখাবেন। যত্ন নেবেন।"

WEST BENGAL

News

BENGALI

ABP ANANDA NEWS

Kolkata

JULY 2021

abp আনন্দ

অন্ধকার সুড়ঙ্গের আলোক বিন্দু, নিখোঁজ মাকে ফেরাতে মুম্বই পাড়ি মেয়ের

হাওড়ার সাবিত্রী দেবী মা হয়েও ভালোবাসা পাননি ছেলের থেকে। তাঁর ছোট মেয়ে তাঁকে স্টেশনে ফেলে চলে যান। বৃদ্ধা মা হঠাৎ ট্রেনে চেপে পৌঁছে যান মুম্বইতে।

By: ওয়েব ডেস্ক, এবিপি আনন্দ | (01 Jul 2021 12:44 PM (IST)

হাওড়ার বাসিন্দা সাবিত্রী দেবী

সুনীত হালদার, হাওড়া: জনপ্রিয় হিন্দি ছবি দিওয়ারে-তে অমিতাভ বচ্চনকে বলতে শোনা গিয়েছিল তাঁর কাছে বিল্ডিং, ব্যাংক ব্যালেন্স, বাংলো আছে। তাঁর ভাইয়ের কাছে কি আছে? ভাই শশী কপুর উত্তর দিয়েছিলেন তাঁর কাছে মা আছেন। কিন্তু হাওড়ার সাবিত্রী দেবী মা হয়েও ভালোবাসা পাননি ছেলের থেকে। তাঁর মেয়ে তাঁকে স্টেশনে ফেলে চলে যান। বৃদ্ধা মা হঠাৎ ট্রেনে চেপে পৌঁছে যান মুম্বইতে। পরে সেই মায়ের খোঁজ পেয়ে মুম্বাইতে রওনা হন বড় মেয়ে। উদ্দেশ্য নিখোঁজ মাকে নিয়ে ঘরে ফেরা। বুধবার এমন ঘটনার সাক্ষী রইল হাওড়া স্টেশন।

সাবিত্রী দেবীর বয়স ৭৫ বছর। মাথায় সাদা চুল। একটু ঝুকে হাঁটেন। ডায়াবেটিসের রোগী। সবকিছু মনে রাখতে পারেন না। ভুলে যান। এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে থাকতেন হাওড়ার রামরাজাতলায়। সাবিত্রী দেবীর দুই মেয়ে। ২ জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড় মেয়ে থাকেন হুগলির রিষড়াতে। ছোট মেয়ে থাকেন উত্তরপ্রদেশের বলিয়াতে। এ বছরের জানুয়ারি মাসে তিনি ছেলের সঙ্গে বালিয়াতে ছোট মেয়ের বাড়িতে চলে যান। সেখানেই মাস কয়েক থাকছিলেন। কিন্তু ওই মেয়ের পরিবার অসুস্থ সাবিত্রী দেবীকে বেশিদিন রাখতে চাননি। একদিন সাবিত্রী দেবীকে ছোট মেয়ে বাড়ির সামনের স্টেশনের প্লাটফর্মে ফেলে রেখে চলে আসেন। তারপর আর বৃদ্ধার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর বড় মেয়ে কল্যাণী দেবী ভার্মা মায়ের খোঁজ করলে তাঁকে বলা হয় খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে বৃদ্ধা ট্রেনে চড়ে সোজা মুম্বই পৌঁছন। সেখানে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে সুস্থ করার পর তাকে বাড়ি ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিকে কল্যাণী দেবী ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের মারফত খবর পায় তাঁর মাকে পাওয়া গেছে। মোবাইলে ভিডিও কলের মাধ্যমে এবং হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও দেখে তিনি তাঁর মা সাবিত্রী দেবীকে চিনতে পারেন। তাঁর মাও তার নাম বলতে পারেন। এরপরই কল্যাণী দেবী তাঁর মেয়েকে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক প্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার দুপুরে রওনা হন মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে। মাকে ফিরে পেয়ে খুশি মেয়ে। কল্যাণী দেবী বলেন, "মাকে ফিরে পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে। এবার থেকে মাকে নিজের কাছেই রেখে দেব।"

করোনা আবহে সংসার চালানো দায়। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনা আগেও উঠে এসেছে। এমনকী করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর বাবা অথবা মায়ের কাছে না যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য বাবা, মায়ের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ। কিন্তু ব্যতিক্রমও রয়েছে। কল্যাণী দেবীর মতো মেয়ে প্রমাণ করল ভালোবাসা ও কর্তব্যের টান কত গভীর। যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের এক আলোক বিন্দু।

আরও দেখুন

ইন্টারনেট ভয়েস কলকে উন্নত করতে বাজারে এল 'এয়ারটেল ওয়াই-ফাই কলিং'

WEST BENGAL

News

BENGALI

ZEE 24 GHANTA NEWS

Howrah

JULY 2021

ZEE ২৪ ঘণ্টা

দেখেনি ছেলে, স্টেশনে ফেলে রেখে যায় ছোট মেয়ে, বৃদ্ধা মায়ের পাশে দাঁড়াল বড় মেয়ে

'মা তুমি আমার কাছেই থাকবে', মাকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা।

Updated By: Jul 4, 2021, 11:33 PM IST

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'স্বামী-স্ত্রী আর অ্যালসেসিয়ান, জায়গা বড়ই কম; আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম'। নচিকেতার এই গান আজও যেন ভিষণ ভাবে সত্যি। বর্তমান সময়ে একটু বেশি প্রসঙ্গিকও বটে। ঠিক যেমনটা হাওড়ার রাম রাজাতলার বাসিন্দা সাবিত্রী দেবীর কাছে।

সাবিত্রী দেবীর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। গতবছর পর্যন্ত হাওড়ায় ছেলের কাছেই থাকতেন বছর ৭৫-এর এই বৃদ্ধা। তবে গতবছর লকডাউন থেকেই সাবিত্রী দেবী বুঝতে পারেন ছেলের সংসারে তিনি একটি বাড়তি প্রাণী হয়ে উঠেছেন। অপমান, অশ্রদ্ধায় বুকের ভিতর জমতে থাকে জমাট বাঁধা কষ্ট। কষ্ঠ দূর করতে উত্তরপ্রদেশের বালিয়াতে বসবাসকারী ছোট মেয়ের কাছে গিয়ে ঠাঁই নেন। কিন্তু সেখানেও জোটেনি সম্মান-শ্রদ্ধা। ছোট মেয়ের মনটাও যে বড়ই ছোট! বৃদ্ধা মাকে দেখার দায় বইতে নারাজ সেও। সেজন্যই হয়ত সুগারের রোগী মাকে একদিন বাড়ির কাছের রেল প্লাটফর্মে ফেলে রেখে চলে যান। এবার কী হবে? কোথায় যাবেন? ফিরে আসবেন ছোট ছেলের কাছে? না, সেখানে তো সম্মান নেই। মনের এই দোলাচলে উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেন ধরে বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে পাড়ি দেন সাবিত্রী দেবী।

WEST BENGAL
News

BENGALI

BARTAMAN
Howrah

JULY 2021

বর্তমান
কলকাতা, রবিবার ৪ জুলাই ২০২১, ১৯ আষাঢ় ১৪২৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া: ছেলে আগেই 'দায়' ঝেড়ে ফেলেছিলেন। অসুস্থ বৃদ্ধা মায়ের দায়ভার নিতে চাননি ছোট মেয়েও। ফেলে রেখে গিয়েছিলেন স্টেশনে। তারপর কার্যত হারিয়েই গিয়েছিলেন সেই মা। অবশেষে বড় মেয়ে মাকে কাছে টেনে নিলেন। মুম্বই শহরের জনসমুদ্র থেকে মাকে খুঁজে দিল এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আজ, রবিবার সকালে হাওড়ায় ট্রেন থেকে মা-মেয়ে নামবেন। হারিয়ে ফেলা মাকে ফিরে পেয়ে বড় মেয়ে বললেন, অতীতের কথা বাদ থাক। সারাজীবন মাকে আগলে রাখব।

ঘটনাটি ঠিক কী? ৭৫ বছরের সাবিত্রী দেবী তাঁর ছেলের সঙ্গে থাকতেন হাওড়ার রামরাজাতলায়। তাঁর দুই মেয়ে, দু'জনেই বিবাহিত। বড় মেয়ে থাকেন হুগলির রিষড়াতে, আর ছোট মেয়ে উত্তরপ্রদেশের বলিয়াতে। লকডাউনে আর্থিক সমস্যা সহ আরও কিছু কারণ দেখিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সাবিত্রীদেবীকে বালিয়াতে তাঁর ছোট মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন ছেলে। সেখানে মাসকয়েক ছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও বেশি দিন ঠাঁই হয়নি ডায়াবেটিসের রোগী সাবিত্রীদেবীর। ছোট মেয়ে তাঁকে একদিন বাড়ির সামনে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে চলে আসেন। তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। মায়ের খোঁজখবর শুরু করেন সাবিত্রীদেবীর বড় মেয়ে কল্যাণী দেবী ভার্মা। তাঁকে তাঁর বোন জানান যে, মায়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে একাকী অসহায় বৃদ্ধা কোনও একটি ট্রেনে চেপে চলে যান মুম্বই। সেখানে ফুটপাতে, রাস্তায় ভবঘুরের মতো জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করায়। অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন সাবিত্রীদেবী। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাই খোঁজখবর করে বড় মেয়ে কল্যাণীদেবীকে খবর দেয়। এরপরই তিনি, তাঁর মেয়ে এবং ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক প্রতিনিধিকে নিয়ে গত বুধবার রওনা হন মুম্বই। আজ, রবিবার সকালে মাকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়ায় জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস থেকে তাঁদের নামার কথা।

WEST BENGAL

News

BENGALI

EISAMAY

Hooghly

JULY 2021

বৃদ্ধার পাশে

এই সময়, চুঁচুড়া: ছেলের সংসারে বৃদ্ধা মা যেন বাড়তি। তাই হাওড়ার রামরাজাতলার ছেলের বাড়ি থেকে উত্তরপ্রদেশের ছোটমেয়ের বাড়িতে চলে যান সাবিত্রী। কিন্তু মেয়ের কাছেও যে বোঝা হয়ে উঠবেন সেটা স্বপ্নেও ভাবেননি সাবিত্রী। মেয়ে মায়ের পিছু ছাড়াতে বাড়ির কাছেই একটি স্টেশনে সাবিত্রীকে বসিয়ে রেখে উধাও হয়ে যান। কোনও মতে ট্রেন ধরে সাবিত্রী মুম্বই চলে যান। মুম্বইয়ের শ্রদ্ধা ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নজরে পরেন সাবিত্রী। তারাই উদ্যোহ নিয়ে সাবিত্রীকে হুগলিতে তাঁর বড় মেয়ের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

WEST BENGAL

News

BENGALI

SANGBAD PRATIDIN

Kolkata

JULY 2021

সংবাদ প্রতিদিন

২০ আষাঢ় ১৪২৮
৪.০০ টাকা

কলকাতা সংস্করণ | সোমবার | ৫ জুলাই ২০২১

ঠাঁই দেয়নি ছেলে-মেয়ে, ভবঘুরে অবস্থা থেকে ফেরাল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

মুম্বই থেকে উদ্ধার হাওড়ার বৃদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি: করোনা আবহে ছেলের কাছে বাড়তি বোঝা হয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা মা। আর এই সারমর্মটি বুঝতে পেরে বৃদ্ধা মা আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় ছোট মেয়ের কাছে। কিন্তু ছোট মেয়ের কাছেও পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা মায়ের কোনও জায়গা ছিল না- সেটা হয়তো বৃদ্ধা বুঝতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে ট্রেন ধরে হাজির হন মুম্বইতে। পরে সেখানকারই একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রবিবার রিষড়ায় বড় মেয়ের কাছে ফিরে আসেন বৃদ্ধা। বৃদ্ধা সাবিত্রী দেবী শ্রীবাস্তব হাওড়া রামরাজাতলায় বড় ছেলের কাছে থাকতেন। কিন্তু করোনা আবহে গতবছর লকডাউন-এর সময় বড় ছেলের সংসারে ব্রাত্য হয়ে যান সাবিত্রী দেবী। এরপর নিজে থেকেই ছেলের সংসারে বোঝা হয়ে না থেকে উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় ছোট মেয়ের কাছে চলে যান সাবিত্রী। কিন্তু সুগারের পেশেন্ট বৃদ্ধার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন ছোট মেয়ে। কয়েক দিন থাকার পর ছোট মেয়ে বৃদ্ধা মাকে নিকটবর্তী একটি প্ল্যাটফর্মে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। সেখান থেকেই দূরপাল্লার একটি গাড়িতে উঠে বসে সোজা পৌঁছে যান বাণিজ্যনগরীতে। বেশ কিছুদিন অনাহারে থাকার কারণে মুম্বইয়ের একটি স্টেশনে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকেন সাবিত্রীদেবী। মুম্বই পুলিশ ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে ওখানকার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শ্রদ্ধা ফাউন্ডেশনের কাছে পৌঁছে যায়। সংস্থার সদস্যরা বৃদ্ধাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলেন। ইতিমধ্যে বড় মেয়ে কল্যাণী দেবী বর্মা মায়ের খোঁজ না পেয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপরই তিনি খোঁজ পান মা মুম্বইয়ের ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে রয়েছেন। ওই সংস্থারই হুগলির এক সদস্যের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত কল্যাণী দেবী মেয়েকে নিয়ে মুম্বই পৌঁছে যান মায়ের কাছে। রবিবার মাকে নিয়ে রিষড়ার বাড়িতে ফিরে আসেন কল্যাণীদেবী। মাকে ফিরে পেয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

WEST BENGAL
News

BENGALI

ARAMBAGH PATRIKA
Hooghly

JULY 2021

আরামবাগ পত্রিকা
30. 7. 2021

হারানো সন্তান ফিরে পেলেন মা

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘ সাত বছর পর বিধবা আদিবাসী মা তার সন্তানকে ফিরে পেলেন মুম্বাইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সৌজন্যে। বৃহস্পতিবার সকালে আরামবাগ পৌরসভার বিবেকানন্দ পার্কের পাশে বাঁধপাড়াতে কাকগলা, ত্রিপল টাঙ্গানো বাড়িতে ফিরলেন সুনীল হেমরম বছর ৩৮–৪০ এর নিখোঁজ হওয়া সন্তান। ৬০–৬২ বছরের বৃদ্ধা মা সুমিত্রা হেমরম ছেলের খবর পেয়ে তাকে আনতে গিয়েছিলেন হাওড়া স্টেশনে বুধবার। সঙ্গে ছিলেন সুনীলের মা সুমিত্রা হেমরমের এক ভাগ্না নতুনারায়ণ হাঁসদা ও এক পরোপকারী যুবক উজ্জ্বল বেতাল। এই দুই যুবকের বাড়ি আরামবাগ থানার সালেপুর এলাকায়। জানা গেছে সুমিত্রা হেমরমের শ্বশুরবাড়ি গোঘাট থানার গোঘাট–২ ব্লকের শ্যামবাজার অঞ্চলের মামুদপুর গ্রামে। আজ থেকে বছর ৩০ আগে সুমিত্রা দেবীর স্বামী মারা যাবার পর তার এক কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে তিনি বাপের বাড়ি আরামবাগের বৃন্দাবনপুরের উদ্দেশ্যে চলে আসেন। তখন সুনীলের বয়স ১–২ বছর। তারপর থেকেই তিনি বাপের বাড়ির অনতিদূরে আরামবাগ বিবেকানন্দ পার্কের বাঁধপাড়া এলাকায় কোন রকমে দিন গুজরান করছিলেন বিভিন্নজনের বাড়িতে কাজ করে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন গুড়াপ এলাকায় ভাতসারাতে। হারিয়ে যাওয়া পুত্র সন্তান সুনীল খুবই দুরন্ত ছিল। তার মাথার গন্ডগোল ছিল বলে এলাকা সূত্রে জানা যায়। একসময় ভারসাম্যহীন সুনীল নিখোঁজ হয়ে যায় আজ থেকে সাত বছর আগে। তারপর তার মা আরামবাগ থানায় যোগাযোগ করলেও পাওয়া যায়নি সুনীলকে। এদিকে মুম্বাইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি সুনীলকে রাজস্থানের যোধপুরের এক আশ্রম থেকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে শুরু করে। এই এনজিও সংস্থা শ্রদ্ধা রিহ্যাভিরিটেশন ফাউন্ডেশনকে আর্থিক

সাত বছর পর

সহায়তা করে টাটা গ্রুপ। সংস্থার কাজই হলো মানসিক ভারসাম্যহীন সহ বিভিন্ন ধরনের অনাথ শিশু থেকে বৃদ্ধ মানুষজনদের চিকিৎসা করিয়ে পূর্বের স্মৃতি ফিরিয়ে আনা এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া। সুনীলকে মুম্বাইয়ের সংস্থায় চিকিৎসা করানোর পর তার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে। তার পর সে মামুদপুর বলতে না পারলেও কামারপুকুরের নাম বলে সংস্থার চিকিৎসক সহ কর্মীদের কাছে। তারপর সংস্থার পক্ষ থেকে গোঘাট থানায় যোগাযোগ করা হয়। এরপর গোঘাট পুলিশের পক্ষ থেকে সুনীলের ছবি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়া হয়। আর তারপর গোঘাট থানার এক ভিলেজ পুলিশ পার্থ মন্ডল পুরো বিষয়টি দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন আদিবাসী সহ বিভিন্ন জায়গায় ছবিটি শেয়ার করেন। বিষয়টি জানতে পেরে নতুনারায়ণ হাঁসদা এবং উজ্জ্বল বেতাল সুমিত্রা হেমরমের সাথে যোগাযোগ করেন। যখন তারা জানতে পারেন ওই যুবক সুমিত্রা দেবীর ছেলে তখন তারা গোঘাট পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে ভিডিও কলের মাধ্যমে মুম্বাইয়ে সংস্থায় থাকা ছেলের সাথে যোগাযোগ করে। এরপর সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় আমরা ট্রেনে করে সুনীল সহ আরও আসামের দুজনকে নিয়ে বুধবার হাওড়ায় পৌঁছাব। এ বিষয়ে উজ্জ্বল বেতাল বলেন, আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে মুম্বাইয়ের সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে বুধবার হাওড়া স্টেশনে পৌঁছায়। ওনারা জানেশ্বরী এক্সপ্রেসে সুনীলকে নিয়ে আসেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আসেন। পরিবারের কার হাতে ওনারা সুনীলকে তুলে দেবেন আগে থেকেই জানিয়েছিলাম। তাই তার মাকে আমরা নিয়ে যায়। মায়ের হাতে তার ছেলেকে তুলে দেন সংস্থার কর্মী, আধিকারিকরা। এমনকি তাদের কাগজপত্রে সই করিয়ে নেন ছেলেকে পেয়েছেন বলে। আমরা বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় হাওড়া থেকে বের হয়ে সাড়ে আটটা নাগাদ আরামবাগে পৌঁছায়। দীর্ঘ সাত বছর পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুশিতে চোখে জল সুনীলের মা সুমিত্রা দেবীর। কিন্তু আজ যে প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে তা হলো দীর্ঘ ৩০ বছর আরামবাগের বিবেকানন্দ পার্ক সংলগ্ন সার্কাস মাঠ বাঁধপাড়া এলাকাতে বাস করলেও সুমিত্রা দেবীর মাথায় নেই ছাদ। আজও ত্রিপলের ঘরে বসবাস করছেন, এই বর্ষাতে জল পড়ছে ঘরের এদিক–ওদিকে। এখন দেখার সাত বছর পরে হারানো ছেলে ফেরৎ পাওয়া সুমিত্রা দেবীর মাথায় ছাদ পেতে কত বছর সময় লাগে।

WEST BENGAL
News

BENGALI

ARAMBAGH PATRIKA
Hooghly

AUGUST 2021

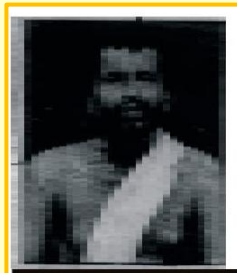

নির্ভীক ও নিরপেক্ষ জনগণের মুখপত্র

আরামবাগ পত্রিকা

ফোন ঃ ৯৭৩২৮৩০৮২৫ ৭২ বর্ষ ৬৫ সংখ্যা শুক্রবার ২৭ শ্রাবণ ১৪২৮ ১৩ আগষ্ট ২০২১ ৩ টাকা

শ্রদ্ধার সাহায্যে ফিরল হারানো সাহেব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আবারও সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের কাজের অবদান রাখল মুম্বাইয়ের শ্রদ্ধা রিহ্যাবিলিটেশন ফাউন্ডেশন। বৃহস্পতিবার এই সংস্থার পশ্চিমবঙ্গের সদস্য সমর বসাক খানাকুল থানার মস্তফাপুরের এক যুবককে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য ভারতবর্ষজুড়ে এই সংস্থা বিভিন্ন রাজ্যে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কাজে গিয়ে নিরুদ্দেশ হওয়া মানসিক অবসাদগ্রস্ত মানুষজনদের চিকিৎসা করিয়ে স্মৃতি ফিরিয়ে তাদের বাড়িতে ফেরায়। বিনামূল্যে সমস্ত চিকিৎসা খরচ, বাড়িতে ফেরানোর খরচ সহ যাবতীয় ওষুধ পর্যন্ত কিনে দেওয়া হয় এই সংস্থার পক্ষ থেকে। এর আগে আরামবাগ শহরের

খানাকুল

বিবেকানন্দ পার্ক এলাকার বাঁধপাড়ার এক আদিবাসী ব্যক্তিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল এই সংস্থা। দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্যে এমন শত শত ঘর হারানো মানুষজনকে ঘরে ফিরিয়ে দেয় এই সংস্থার বিভিন্ন রাজ্যের সদস্যরা। সকল সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রদ্ধা ফাউন্ডেশন আজ দেশজুড়ে সুনাম কুড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার খানাকুলের মুস্তফাপুরের সাহেব দোলুই, এক মানসিক অবসাদগ্রস্ত যুবককে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে মুস্তাফাপুরে ফিরিয়ে দেন এই সংস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সমর বসাক। এ বিষয়ে সমরবাবু বলেন সাহেব দোলুইকে নিয়ে তাদের মুস্তাফাপুরের বাড়িতে যাচ্ছি। সাহেব কতদিন নিরুদ্দেশ ছিল সে বিষয়টি বাড়িতে গেলেই পুরো পরিষ্কার হবে। তবে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি দিল্লিতে এক আশ্রমে দেড় বছর ছিল হয়তো কাজে গিয়ে কোনোভাবে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পুরো বিষয়টি তার বাড়িতে গেলে আরো পরিস্কার হয়ে যাবে। তিনি এও বলেন আমরা পূর্ব বর্ধমানের নুসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমিনা বিবি বছর ৪৫ এর এক বধূকে বৃহস্পতিবার তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। প্রথমে আমরা জানতে পেরেছিলাম গৃহবধূ ২-৩ বছর কোনভাবে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। পরে জানতে পারি দীর্ঘ কুড়ি বছর নিরুদ্দেশ ছিল। এদিন তার বাড়িতে পৌঁছে দেবার পর তার পরিবারের লোকজন আপ্লুত হয়ে যান সংস্থার কাজকর্ম দেখে।

WEST BENGAL
News

BENGALI

BARTA AKHON
South 24 Parganas

OCTOBER 2022

নিরপেক্ষ নয়, মানবতার পক্ষে .....

বার্তা এখন

দক্ষিণবঙ্গের সম্পূর্ণ সাপ্তাহিকী

বর্ষ - উনিশ সংখ্যা- এগারো, ২১-২৭ অক্টোবর ২০২২ R.N.I. No. - WBBEN/2004/14739 (NEW DELHI) মূল্য ২ টাকা

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে ঘরে ফিরল চারবছর ধরে নিখোঁজ থাকা গৃহবধূ

সুভাষচন্দ্র দাশ ঃশ্রদ্ধা নামক মুম্বইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাত ধরে বাড়ীতে ফিরছেন বছর চল্লিশ বয়সের বীনা চক্রবর্তী নামে এক গৃহবধূ। দীর্ঘ প্রায় চার বছর নিখোঁজ থাকার পর আচমকা পরিবারের সদস্যকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত সবাই।

প্রায় ২০ বছর আগে ক্যানিং এর মধ্য নারায়ণপুরের মেয়ে বীনার বিয়ে হয়েছিল পাশের পশ্চিম নারায়ণপুর গ্রামের বনমালী চক্রবর্তীর সাথে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে বীনা শোকে ভেঙে পড়েন। বীনা প্রায় পাঁচবছর আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বলে পরিবার সূত্রে খবর। আচমকাই সকলের অলক্ষ্যে চারবছর আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান বীনা। পরিবারের লোকজন বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে হতাশ হয়ে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। লকডাউনের রেশ কাটলে আবারও তার খোঁজ শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে,

মানসিকভাবে ভারসাম্যহীনা বীনা ঘুরতে ঘুরতে ২০১৯ সালে পৌঁছে যান গুজরাতের এক মহিলা সমিতির কাছে। এরপর ওই মহিলা সমিতি বীনাকে মুম্বইয়ের শ্রদ্ধা নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে তুলে দেয়। সেখানে চিকিৎসায় সুস্থ হতে শুরু করেন বীনা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য সমর বসাক, কবিতা তিরকেরা মুম্বই থেকে বীনাদেবীকে নিয়ে তার গ্রামের বাড়ীতে হাজির হন। তাঁর সমস্ত ওষুধ বীনামূল্যে পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা।

WEST BENGAL
News

BENGALI

SUKHABAR
Kolkata

OCTOBER 2022

সুখবর

SUKHABAR ● 19 OCTOBER 2022 ● Wednesday ● কলকাতা ● ১ কার্তিক ১৪২৯ ● বুধবার ● ১৯ অক্টোবর ২০২২ ● দাম : ৪.০০ টাকা

মুম্বই থেকে ঘরে ফিরল নিখোঁজ বীণা

সুভাষচন্দ্র দাশ, ক্যানিং : মুম্বইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'শ্রদ্ধা'র হাত ধরে বাড়িতে ফিরলেনক্যানিংয়ের নারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন মধ্যনারায়ণপুর গ্রামের ৪০ বছর বয়সের গৃহবধু বীণা চক্রবর্তী । প্রায় ৪ বছর নিখোঁজ থাকার পর আচমকা তাঁকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত চক্রবর্তী পরিবার। পরিবারের প্রধান হৃষিকেশ চক্রবর্তীর ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে। প্রায় ২০ বছর আগে সেজো মেয়ে বীণা চক্রবর্তী কে বিয়ে দিয়েছিলেন পাশের পশ্চিম নারায়ণপুর গ্রামের বনমালী চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁদের ২ মেয়ে রয়েছে। প্রায় ১৫ বছর আগে হৃষিকেশ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর থেকে বীনা দেবী শোকে ভেঙে পড়েন। প্রায় ৫ বছর আগে মানসিক ভারসাম্য হারান। পরিবার লোকরা বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করাতে থাকেন। এরমধ্যে আচমকাই সকলের অলক্ষ্যে ৪ বছর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বীণা চক্রবর্তী নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকরা খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বীণা চক্রবর্তীর মা ভারতী চক্রবর্তী জানান, 'ভেবেছিলাম মেয়ে হয়তো আর বেঁচে নেই। ছেলেদের ফের খোঁজ করার কথা বলি।' মায়ের কথায় চক্রবর্তী পরিবারের লোকরা ফের খোঁজ শুরু করেন। ফটো ছাপিয়ে ফোন নম্বর দিয়ে বাসে, ট্রেনে, হাটবাজারে এলাকা সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ভারসাম্যহীনা বীণা চক্রবর্তী ঘুরতে ঘুরতে ২০১৯ সালে গুজরাতের এক মহিলা সমিতির কাছে পৌঁছে সেখানে থাকতে শুরু করেন। এরপর ওই মহিলা সমিতি তাঁকে মুম্বইয়ের 'শ্রদ্ধা' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে তুলে দেয়। সেখানে ডাঃ ভারত ভাটোয়ানির চিকিৎসায় সুস্থ হতে শুরু করেন। এরমধ্যে শ্রদ্ধা'র সদস্য সমর বসাক বীণা চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর ঠিকানা জানতে গিয়ে কাকতালিয়ভাবে ঠিকান পেয়ে যান। রবিবার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শ্রদ্ধা'র অন্যতম সদস্য সমর বসাক,কবিতা তিরকে মুম্বই থেকে বীণা চক্রবর্তীকে নিয়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতে হাজির হন। শ্রদ্ধার সদস্য সমর বসাক জানান, 'বীণা দেবীকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করেছি। ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছি। এছাড়াও ২ মাসের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ওষুধ ফুরিয়ে গেলে প্রতি ১০ দিন অন্তর তাঁর প্রয়োজনীয় সব ওষুধ বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

WEST BENGAL
News

BENGALI

BISWA SAMACHAR

OCTOBER 2022

বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকা

বিশ্ব সমাচার

BISWA SAMACHAR

আমরাই একা ১ টাকা

সংবাদ বিভাগ ঃ ৯৭৩৪৬৩০৮০২
সার্কুলেশন বিভাগ ঃ ৯৮৩২১৮৪৭৩২

Follow Us on:

বিজ্ঞাপন বিভাগ ঃ ৮৭৬৮০০৯৪৫৫

১৫তম বর্ষ □ ২৮৫ সংখ্যা □ বৃহস্পতিবার □ ২ কার্তিক ১৪২৯ □ ২০ অক্টোবর ২০২২ □ R.N.I. No.- WBBEN/2007/24730 □ E-mail : biswasamachar@gmail.com □ ফোন ঃ- ৯৭৩৪৬৩০৮০২

শ্রদ্ধা সংস্থার হাত ধরে মুম্বই থেকে ক্যানিংয়ের ঘরে ফিরলেন বীণাদেবী

বান্টি মুখার্জি, ক্যানিং ঃ শ্রদ্ধা নামে মুম্বইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাত ধরে বাড়িতে ফিরলেন বছর চল্লিশের এক গৃহবধূ। দীর্ঘ প্রায় চার বছর নিখোঁজ থাকার পর আচমকা পরিবারের সদস্যকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত বাড়ির সকলে। জানা গিয়েছে, ক্যানিংয়ের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মধ্যনারায়ণপুর গ্রামে বসবাস করে চক্রবর্তী পরিবার। পরিবারের প্রধান হৃষিকেশ চক্রবর্তী। তাঁর চার পুত্র ও তিন কন্যা। ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করে বিয়েও দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় ২০ বছর আগে পরিবারের সেজো মেয়ে বীণা চক্রবর্তীকে বিয়ে দিয়েছিলেন পার্শ্ববর্তী পশ্চিম নারায়ণপুর গ্রামের বনমালী চক্রবর্তীর সঙ্গে। দম্পতির দুই কন্যা রয়েছে। প্রায় ১৫ বছর আগে হৃষিকেশ চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়। বাবার মৃত্যুর পর থেকে বীণাদেবী শোকে ভেঙে পড়েন। প্রায় পাঁচ বছর আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাঁর চিকিৎসা করাতে থাকেন। ইতিমধ্যে আচমকাই সকলের অলক্ষ্যে চার বছর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান বীণাদেবী। পরিবারের লোকজন বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। এরপর করোনা অতিমারিতে লকডাউন শুরু হওয়ায় বীণাদেবীকে পরিবারের আর কেউ খোঁজ করেননি। বীণাদেবীর মা ভারতী চক্রবর্তীর কথায়, 'মেয়ে হয়তো আর বেঁচে নেই। মারা গিয়েছে। ছেলেদের আবারও খোঁজখবর করার কথা বলি।' মায়ের কথায় আবারও খোঁজ শুরু করেন চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যরা। এবার ফটো ছাপিয়ে ফোন নম্বর দিয়ে বাসে, ট্রেনে, হাটবাজার এলাকায় বিজ্ঞাপন সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। নিখোঁজ সংবাদের পোস্টার দেখে কয়েকজন প্রতারক ফোন করে ২০ হাজার টাকা চেয়েছিল। টাকা দিলে বীণাদেবীকে ফেরত দেবে বলে জানায় তারা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মিলন মণ্ডল প্রতারকের ফাঁদে পা দিতে নিষেধ করেছিলেন। অন্যদিকে, মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীনা বীণাদেবী ঘুরতে ঘুরতে ২০১৯ সালে পৌঁছে যান গুজরাট রাজ্যের এক মহিলা সমিতির কাছে। সেখানে থাকতে শুরু করেন। এরপর ওই মহিলা সমিতি বীণাদেবীকে মুম্বাইয়ের 'শ্রদ্ধা' নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে তুলে দেয়। সেখানে ডাঃ ভারত ভাটোয়ানি চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর চিকিৎসায় সুস্থ হতে শুরু করেন বীণাদেবী। ইতিমধ্যে শ্রদ্ধা'র সদস্য সমর বসাক বীণাদেবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর ঠিকানা জানার চেষ্টা করতে থাকেন। বীণাদেবীর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে যায় শ্রদ্ধা। রবিবার তাদের অন্যতম সদস্য সমর বসাক, কবিতা তিরকে মুম্বই থেকে বীণাদেবীকে নিয়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতে হাজির হন। পরিবারের নিখোঁজ মেয়েকে ফিরে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে চক্রবর্তী পরিবার। ঘটনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার অন্যতম সদস্য সমর বসাক জানিয়েছেন, বীণাদেবীকে আমরা চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি।

বর্তমানে তিনি অনেকটাই সুস্থ। বাড়ির ঠিকানা বলতে পারার জন্য আমরা তাঁকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছি। এছাড়াও দু'মাসের ওষুধ দেওয়া হয়েছে বীণাদেবীকে। প্রয়োজনে ওষুধ ফুরিয়ে গেলে প্রতি ১০ দিন অন্তর তাঁর প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধ পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিনামূল্যে। আমরা চাই বীণাদেবী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। শ্রদ্ধা অসহায় মানুষের পাশে আগেও ছিল, আগামীতেও থাকবে।

WEST BENGAL

News

BENGALI

BARTAMAN

Howrah

MAY 2023

পাঁচশ বছর পার, অবশেষে বাড়ি ফিরলেন উলুবেড়িয়ার আনিরুল

সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া: উলুবেড়িয়ার আলিপুকুরের বাসিন্দা শেখ আনিরুলের কিছুটা মানসিক সমস্যা ছিল। তার জেরে এক রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরিবারের লোকজন অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কোনও খোঁজ না পেয়ে একপ্রকার হাল ছেড়েই দিয়েছিলেন। অবশেষে ২৫ বছর পর, মুম্বইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ি ফিরলেন আনিরুল।

তিনি বাড়ি ফেরায় খুশির হাওয়া পরিবারে। জানা গিয়েছে, মানসিক সমস্যার জন্য আনিরুল সেভাবে কোনও কাজ করতেন না। তবে বাড়িতে ও এলাকায় টুকটাক জরির কাজে হাত লাগাতেন। বছর পঁচিশ আগে এক রাতে সকলে ঘুমিয়ে থাকার ফাঁকে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তিনি চেন্নাইয়ে চলে যান। সেখান ভবঘুরে অবস্থায় তাঁকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে বিশাখাপত্তনমের একটি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তখনই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে তাঁকে মুম্বইয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁর নিয়মিত কাউন্সেলিংও করা হয়। আনিরুল কোনওরকমে তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানান। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির এক সদস্য তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যান। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য সমীর বসাক জানান, দীর্ঘদিন চিকিৎসার পাশাপাশি কাউন্সেলিংয়ের ফলে আনিরুল কিছুটা সুস্থ হন। তখন আমরা তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা এখানে এসে জানতে পারলাম, পরিবারের অন্য লোকেরা হাল ছেড়ে দিলেও ওর মা মর্জিনা বেগমের স্থির বিশ্বাস ছিল, ছেলে ফিরে আসবেই। আজ সেই মায়ের হাতে ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পেরে আমরা খুশি।

অন্যদিকে, আনিরুলের ভাইপো অমর ফারুক জানান, কাকা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা একসময় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। যদিও আজ কাকা বাড়ি ফেরায় আমরা তো বটেই, এলাকার সকলে খুশি। তবে কাকা ঠিকমতো ঠিকানা বলতে পারছিলেন না। আজও প্রথমে বীরশিবপুর বলায় দীর্ঘক্ষণ সেখানে ঘোরাঘুরি করার পর আলিপুকুরের বাড়িতে কাকাকে নিয়ে আসা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দেওয়া ওষুধ খাওয়ানো ছাড়াও কাকার চিকিৎসা করানো হবে।

মায়ের সঙ্গে শেখ আনিরুল। - নিজস্ব চিত্র

WEST BENGAL

News

BENGALI

ARTHIK LIPI

Siliguri

APRIL 2024

কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

আর্থিক লিপি

Siliguri Office : Ph : 0353-2521544, Fax : 0353-2521545, E-mail : lipi.siliguri2015@gmail.com

শিলিগুড়ি • সোমবার • ২৫ চৈত্র, ১৪৩০ • ৮ এপ্রিল, ২০২৪ • SILIGURI • MONDAY • APRIL 8, 2024

নিখোঁজ হওয়ার ১৭ বছর পর বাড়ি ফিরল দক্ষিণ নারারথলির রঞ্জিত

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ এপ্রিল ঃ এক দুই বছর নয়। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে ১৭টি বছর। তথাপি ছেলের পথ চেয়ে বসে ছিলেন বাড়ির লোকজন। অবশেষে ছেলে বাড়িতে ফিরল। ফলে স্বভাবতই খুশি কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি-১ পঞ্চায়েতের দক্ষিণ নারারথলির রাভা পরিবারের সদস্যরা। দক্ষিণ নারারথলির বাসিন্দা রঞ্জিত রাভা ২০০৭ সালের ১৪ নভেম্বর মাঠে খেলতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। তখন তার বয়স ছিল ১৩ বছর। ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে নিখোঁজ ডায়েরি করেন রঞ্জিতের বাবা নিলেন রাভা। বিভিন্ন স্থানে খুঁজেও ছেলের কোনও সন্ধান পাননি তিনি। অবশেষে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে রঞ্জিত মুম্বই থেকে বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে ফেরে। আলিপুরদুয়ার শহরে তাকে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে খুশি পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা। রঞ্জিতের বাবা নিলেন রাভা বলেন, '১৭ বছর ধরে ছেলে নিখোঁজ ছিল। একটি সংস্থার মাধ্যমে তাকে খুঁজে পেলাম। আলিপুরদুয়ার থেকে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসি। ছেলেকে পেয়ে আমরা সবাই খুশি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ওই সংস্থার সদস্যদের।' জানা গিয়েছে, রঞ্জিতের বাড়ির পাশেই রয়েছে কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশন। মনে করা হচ্ছে, কোনও ট্রেনে চেপে সে মুম্বই চলে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, রঞ্জিত কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। ওই সংস্থার উদ্যোগে তার চিকিৎসাও করানো হয়েছে।

BHUTAN REUNION COVERAGE - 1

WEST BENGAL

News

BENGALI

UTTARBANGA SAMBAD

Siliguri

MAY 2024

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩১ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার 8.০০ টাকা 14 May 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

১৩ বছর পর বাবার কাছে ফিরল ছেলে

শুভ দত্ত

বানারহাট, ১৩ মে : ছেলে আর বেঁচে নেই, ধরেই নিয়েছিলেন বাবা নামগে ওয়াংদি। এক-দু'বছর তো নয়, দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে ছেলে ফোনসে ওয়াংদির কোনও খোঁজই পাননি তিনি। অবশেষে প্রায় ১৩ বছর পর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের চেষ্টায় ফিরে পেলেন ছেলেকে।

কী ঘটেছিল প্রায় দেড় দশক আগে? তখন ফোনসের বয়স ছিল ২৩ বছর। তাঁদের বাড়ি ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে। একদিন ফোনসে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। খালি বাড়ি ছেড়ে নয়, দেশ ছেড়ে চলে আসেন তিনি। ঢুকে পড়েন ভারতে। ছেলের চিন্তায় আকুল নামগে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করলেও কোথাও খোঁজ পাননি। বাধ্য হয়ে একসময় তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, ছেলে হয়তো মারাই গিয়েছে। সেইভাবেই মানসিক প্রস্তুতিও নিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে, ফোনসে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যান চেন্নাইয়ে। সেখানে একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করতেন। পরবর্তীতে করোনার জেরে লকডাউন শুরু হলে তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েন। ভবঘুরে অবস্থায় চেন্নাইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাঁকে উদ্ধার করে। চেন্নাইয়েরই একটি মানসিক হাসপাতালে তাঁর প্রায় ছয় মাস চিকিৎসা চলে। এরপর মুম্বইয়ের শ্রদ্ধা রিহ্যাবিলিটেশন ফাউন্ডেশন নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ফোনসেকে মুম্বইয়ে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করায়। সেই সংগঠনের সদস্যদের হাত ধরেই ফোনসে সোমবার বাড়ি ফিরলেন।

সামসী ভুটানগেটে একসঙ্গে পিতা-পুত্র।

সংগঠনের তরফ থেকে সমর বসাক ও নিখিলেশ সাঙ্গাদা বলেন, 'মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় আমরা তাঁকে উদ্ধার করি। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর আমরা জানতে পারি, তাঁর বাড়ি ভুটানের থিম্পুতে। তারপরে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়। এদিন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও এসএসবি'র ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের সহযোগিতায় ফোনসেকে তাঁর বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

ছেলেকে ফিরে পেয়ে নামগের চোখের জল আর বাঁধ মানছিল না। বললেন, 'ছেলে আর বেঁচে নেই এটা মেনে নিয়েছিলাম। ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি।'

এসএসবি ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের সহকারী কমান্ডান্ট কেপি প্রসূনের কথায়, ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা যে মহৎ কাজ করেছেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

BHUTAN REUNION COVERAGE - 2

WEST BENGAL
News

BENGALI

ETV BHARAT NEWS
Kolkata

MAY 2024

ETV BHARAT

15.05.2024

যেন সিনেমা ! বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ভারতে, 13 বছর পেল বাড়ি ফিরলেন ভুটানের শেওয়াং - Bhutanese Man Returns Home

By ETV Bharat Bangla Team

Published : 7 hours ago

13 বছর পেল ভারত থেকে বাড়ি ফিরলেন ভুটানের শেওয়াং(নিজস্ব ছবি)

Bhutanese man returns home from India: ঠিক যেন সিনেমার গল্প । বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ভারতে চলে এসেছিলেন ভুটানের শেওয়াং ওয়াংদি । এরপর মানসিক ভারসাম্যহীনও হয়ে পড়েন । 13 বছর পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন খিম্পুর এই যুবক ।

জলপাইগুড়ি, 15 মে: এই ঘটনা সিনেমার গল্পকেও হার মানাবে । বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিলেন ভুটানের এক নাগরিক । কোভিডের সময় কাজ হারিয়ে তিনি আবার মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন । স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে অবশেষে 13 বছর পর তিনি বাড়িতে ফিরলেন । খিম্পুর বাসিন্দা শেওয়াং ওয়াংদি । ছেলেকে পেয়ে আপ্লুত শেওয়াংয়ের বাবা ।

জানা গিয়েছে, খিম্পুর এক বেকারিতে কাজ করতেন শেওয়াং । 2011 সালে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে খিম্পু থেকে সামসি হয়ে ভারতে চলে আসেন তিনি । এরপর থেকে পরিবারের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি । চেন্নাইতে একটি হোটেলে কাজ করতে থাকেন তিনি । তাঁর পরিবারও ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয় । এভাবেই চলছিল । তবে কোভিডের সময় শেওয়াং কাজ হারান । এরপরই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারান । এরপর তিনি মুম্বইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সান্নিধ্যে আসেন । তাদের চেষ্টাতেই অবশেষে দেশে ফিরলেন শেওয়াং ।

মুম্বইয়ের শ্রদ্ধা রিহ্যাবিলিটেশন ফাউন্ডেশনের সদস্য সমর বসাক বলেন, "আমরা চেন্নাই থেকে ফেজকে উদ্ধার করি । তাঁর নাম ফেজ বলেই জানতাম । এরপর তাঁকে মুম্বইতে নিতে আসি । সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলে । তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিলেন । ধীরে ধীরে চিকিৎসা করিয়ে আমরা ওঁর কাউন্সেলিং করে । প্রথমে নিজের নামটা বলতেই পারছিলেন না । পরে ধীরে ধীরে তাঁর নাম বলেন । তবে কোথায় তাঁর বাড়ি, সেটা বলতে পারেননি । এরপর আমরা ওর মুখ থেকে ভুটানের কথা জানতে পারি । তখনই জানা যায়, তাঁর বাড়ি ভুটানের খিম্পুতে ।"

সমর বসাক আরও বলেন, "আমরা কয়েক বছর ধরেই তাঁকে ভুটানে ফেরানোর চেষ্টা করছিলাম । তবে পারছিলাম না । আমাদের বলা হয়, সামসিতে ওর বাড়ি । এরপর আমরা ভারত-ভুটান সীমান্ত সামসিতে আসি । সেখানে খোঁজ করেও কিছু পাইনি । ওর বাড়ির ঠিকানা কোনও ভাবেই পাওয়া যাচ্ছিল না । কিন্তু বাড়ির যাওয়ার জন্য তিনি মুখিয়ে ছিলেন । এরপর তিনি আমাদের জানান যে, তাঁর বাড়ি খিম্পুতে । সেখানে এসএসবি-এর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি । ভুটানের ইমিগ্রেশন বিভাগের সঙ্গে কথা হয় । স্থানীয় সমাজসেবী রেজা করিম, রাজেশ প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ হয় । অবশেষে খিম্পুতে তাঁর বাবা নামগে ওয়াংদির খোঁজ পাওয়া যায় । তাঁর বাবা এসে দুই দেশের সরকারি নিয়মকানুন প্রক্রিয়া সারেন । এরপর নিজের দেশ ভুটানে ফিরে যান শেওয়াং ওয়াংদি ।"

এত বছর পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে আবেগে ভাসলেন শেওয়াংয়ের বাবা নামগে ওয়াংদি । তিনি বলেন, 2011 সালে আমার ছেলে ভারতে আসে ।তারপর থেকে তাকে আর পাওয়া যায়নি । আমরা ভেবেছিলাম সে আর নেই । সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম । অবশেষে তাকে পেলাম । খুব ভালো লাগছে । 13 বছর পর ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি ।"

বাড়ি ফেরার আনন্দে উচ্ছ্বসিত শেওয়াং ওয়াংদিও । তিনি বলেন, "বাবাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে । ভুটান ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না । আমার খুব ভালো লাগছে ।"

চামুর্চির সমাজসেবী রেজা করিম ও রাজেশ প্রধান জানান, "খিম্পুর বেকারিতে বাবা ও ছেলে কাজ করতেন । 2011 সালে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান । তিনি ভারতে চলে আসেন কাজের জন্য । চেন্নাইয়ের হোটেলে কাজ করতে করতেই কোভিডের সময় তাঁর কাজ চলে যায় । ফলে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন । এরপর মুম্বইয়ের নিখিলেশ সাংরার মুম্বই রিহ্যাবিলিটেশন ফাউন্ডেশন তাঁকে চিকিৎসা করিয়ে ভালো করে তোলে । মুম্বই থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয় । আমাদের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করে । আমরাও এসএসবি ভুটান ইমিগ্রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিই । ভুটানের প্রশাসন শেওয়াংয়ের বাবার খোঁজ করে তাঁকে সামসিতে ডেকে আনা হয় । এসএসবি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট কেপি প্রসূন খুব সহযোগিতা করেছেন শেওয়াংকে বাড়ি ফিরিয়ে দিতে । আমাদের খুব ভালো লাগছে এই কাজের অংশ হতে পেরে ।"

WEST BENGAL

News

BENGALI

ANANDABAZAR PATRIKA

Uttar Dinajpur

NOVEMBER 2024

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

PANJIPARA - UTTAR DINAJPUR 28/11/2024

বাবার শ্রাদ্ধে ফিরলেন নিখোঁজ

মেহেদি হেদায়েতুল্লা 28-Nov-2024,

দীর্ঘদিন নিখোঁজ ছেলে। পুত্রশোকে দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়েন বাবা। মুম্বইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দৌলতে মঙ্গলবার বিকেলে বাবার শ্রাদ্ধের দিন মুম্বই থেকে বাড়িতে ফিরেছেন বছর ছাব্বিশের সুখেশ চৌধুরী। ছেলেকে কাছে পেয়ে চোখের জল বাঁধ মানেনি মায়ের, দাদার। উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার শান্তিনগর কলোনির ঘটনা।

পরিবার সূত্রে খবর, মাধ্যমিক পাশ করার পরে সুখেশ মনমরা, মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে দিনমজুর বাবা সুনীল চৌধুরী বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করান। ২০১৯ সালের প্রথম দিকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান সুখেশ। তার পর থেকে প্রতিনিয়ত ছেলেকে খুঁজতেন সুনীল। ছেলে আদৌ বেঁচে আছে কি না— এ প্রশ্ন তাঁকে কুরে খেত। এ ভাবেই কেটে যায় ছ'বছর। এক সময় আশা ছেড়ে দেন তিনি। পুত্রশোকে অসুস্থ সুনীলের ১৭ নভেম্বর বাড়িতে মৃত্যু হয়। তাঁর শ্রাদ্ধের দিন ছেলেকে ফেরায় মুম্বইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি।

সুখেশ বুধবার বলেন, "যত দূর মনে পড়ছে, কিসানগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম। কোথায়, কোথায় ঘুরেছি বলতে পারব না। তবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি আমাকে উদ্ধার করে যত্ন নেওয়া এবং চিকিৎসা শুরু করে। কিছু দিন আগে বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল। ঠিকানা মনে পড়তেই বাড়ি ফেরার কথা বলি। বাড়ি ফিরে ভাল লাগছে। কিন্তু আর ক'দিন আগে ফিরলে, বাবার দেখা পেতাম।"

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক সদস্য সমর বসাক বলেন, "বছরখানেক আগে সুখেশকে উদ্ধার করে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়। চিকিৎসায় বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ সুখেশ। দিন দশেক আগে নিজের বাড়ির ঠিকানা বলেন তিনি।" সংস্থার অন্যতম সদস্য চিকিৎসক ভারত ভাটোয়ানি বলেন, "সুখেশকে উদ্ধার করে সুস্থ করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।"

সুখেশের মা শোভা চৌধুরী ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, "আমরা হন্যে হয়ে ছেলেকে খুঁজেছি। কয়েক দিন আগে যদি পাওয়া যেত, ওর বাবার সঙ্গে দেখা হত। উনি খুব খুশি হতেন। হয়তো এ ভাবে শোক পেয়ে চলে যেতেন না। তাই আনন্দের মধ্যে আক্ষেপ থেকে গেল।" চোখে জল সুখেশের দাদা সুদেবেরও। বলেন, "কোনও দিন ভাবিনি ভাইকে ফিরে পাব।" গ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান শান্তিরঞ্জন মৃধা বলেন, "সুখেশের বাবা বেঁচে থাকলে, সব থেকে বেশি খুশি হতেন।"